## কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভা

**স্থান–অফিসার্স ক্লাব, কালকিনি, মাদারীপুর**
**তারিখ–২২ মে ২০১৪, বৃহস্পতিবার**
**আয়োজনে–কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন ও কারসা।**

---

**২২শে মে, ২০১৪ মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় উপজেলার অফিসার্স ক্লাবে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউনন্ডেশন ও কারসার উদ্যোগে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান তাহমিনা সিদ্দিকী। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, কারসার পরিচালক ও সাবেক চেয়রম্যান মো. মনিরূজ্জামান ।**

**অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক বর্তমান ও সাবেক UP চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যবৃন্দ, পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, কৃষি ও বিআরডিবি বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী, স্থানীয় প্রেসক্লাবের সভাপতিসহ বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিবৃন্দ ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।**

**অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কারসা (সেন্টার ফর এডভান্স রিসার্চ এন্ড সোস্যাল এ্যাকশন)র পরিচালক, সাবেক UP চেয়ারম্যান মো. মনিরূজ্জামান । উপজেলা অফিসের অফিসার্স ক্লাবের হলরূমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়াতে আলোচনা সভাটি গোল টেবিল বৈঠকের মতো, অত্যন্ত ঘরোয়া নিরিবিলি পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।**

প্রথমে কারসার পরিচালক জনাব মনিরুজ্জামান কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে পরিচিতিমূলক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি আলোচনায় বলেন, একদিক দিয়ে বাড়ি বানানো হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা ফসল কোত্থেকে পাব, কি খাব? আমাদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ে আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এখন এই কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ব্যাপারটা। এইটাকে আমরা চিন্তার মধ্যে আনতে পারিনি। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কেমন হবে, কিভাবে হবে আমরা ধারণা নেব-আলোচনা করব।

এরপর কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে আলোচনা করেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। এর পরপরই শুরু হয়ে যায় মুক্ত আলোচনা পর্ব। মুক্ত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ড. আবুল হোসেন হাউজে ওঠা কিছু প্রশ্নের আলোচনা-সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন।

## মুক্ত আলোচনা পর্বঃ

প্রথমে সাবেক চেয়ারম্যান সরদার আব্দুল মান্নান ফ্লোর নিয়ে মুক্ত আলোচনার শুরু করেন। তিনি এর নেতিবাচক দিকগুলো কি কি হতে পারে এর উপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করেন, তার মতে, পরিবারের ভাই-বোনেরা এক সাথে থাকতে চায় না। আলাদা আলাদা বাড়ি করে। ৫ ভাই ১ বিল্ডিং-য়ে কিভাবে থাকবে? আর গ্রামবাসী, প্রশ্নই আসে না। আমরা মানুষকে বলব যে, আমরা সমস্যায় জর্জরিত, তোমরা ৫ ভাই একসাথে থাকো। একেক জনের একেক জায়গায় বাড়ি, আলাদা। ভোটের সময় তারা আমাদের বলে , রাস্তা করে দিতে হবে না হলে একটি ভোটও দেব না। কৃষি জমি শেষ হতে ৫০ বছর লাগবে না, এর আগেই খবর হয়ে যাবে। আগে জলাশয় ছিল, পুকুর ছিল–শাপলা ফুটতো, এখন শুধু সাইনবোর্ড, জমি ভরাট, ঘরবাড়ি।

শিকার মঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আমি মনে করি বাপ-দাদার কবর নিয়ে আমাদের অনুভূতিতে লাগে। সবাইকে কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। তবে ১টা ইউনিয়ন পরিষদে ১টা কম্প্যাক্ট টাউনশিপ স্থাপন আপাতত আমার কাছে কঠিন মনে হয়েছে। সাথে সাথে এও বলেন, বাংলাদেশের প্রতি প্রেম, দরদ থাকলে এটি সম্ভব। এটা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভালোবাসার বিষয়। দেশকে, মানুষকে ভালোবাসার বিষয়।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী খালিকুজ্জামান বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বাস্তবায়নের জন্য কি পরামর্শ আছে আমরা সেইটা জানতে চাই। অর্থনীতির ভাষায় বলে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতির দেশ। খাদ্য, কৃষি নির্ভর দেশ, আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যখন শিল্পের দিকে তাকিয়েছি, দেখেছি শিল্পের বর্জ্য বুড়িগঙ্গা, কৃষি জমিকে দূষণ করেছে।

এশিয়ান টিভি'র সাংবাদিক ইকবাল হোসেনের মত, আগে মানুষ চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছে দৌড়াদৌড়ি করত চাল, গম ইত্যাদি পাওয়ার জন্য। এখন কিন্তু সন্তানের নিরাপত্তা চায়, বাচ্চার সুশিক্ষা চায়, মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে চায়। সাজেশন হলো– আপনারা যদি মানুষদের কমপ্যাক্ট টাউনশিপে শিফট করতে চান তাহলে সেখানে আগে স্কুল কলেজ স্থাপন্ করতে হবে। তাহলে দেখবেন মানুষ সেখানে ছুটে যাচ্ছে। মানুষ একা থাকতে চায় না, মানুষ মানুষের মধ্যেই থাকতে চায়। যদি এইসব সুবিধাগুলো থাকে, দেখবেন মানুষ তদ্বিরে নেমে যাবে এই বলে, আমার নামটা আগে দেন।

সাবেক কৃষি কমকর্তা নেসারউদ্দিন হাওলাদার বলেন, নতুন ফসল নিয়ে আসলে চাষিরা কিন্তু একবারে গ্রহণ করে না। ২৯ বীজ যখন আসে তখন প্রথম কৃষকেরা এটা গ্রহণ করেনি। মানুষদেরকে সচেতন করতে হবে ।

শিক্ষক মো. এনামুল হক আলোচনায় আংশ নিয়ে বলেন, গ্রামে থাকি। মানুষজন ভাবে আরো ভালো পরিবেশে থাকতে পারলে ভালো হয়। ভালো পরিবেশ দরকার। কমপ্যাক্ট টাইনশিপ ভালো initiative.

কমপ্যাক্ট টাইনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কিছু প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমরা শেয়ার করার জন্যে এখানে এসেছি। তিনি খুলনার কয়রা জনপদের কথা উলেখ্য করে বলেন, সেখানে বিশুদ্ধ পানি না পাওয়াতে ৪ সদস্যের প্রত্যেক বাড়িতে প্রতিদিন সাড়ে ৭লিটার করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। যেখানে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ৭ লিটার পানি দরকার প্রত্যেকে র জন্য। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর নিরাপত্তার অভাব দেথা গিয়েছিল। প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দিয়েছিল ।এইসব পরিস্থিতি আমাদের কমপ্যাক্ট টউিনশিপের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান তাহমিনা সিদ্দিকী বক্তব্যে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন তিনি ।

আলোচনা সভায় যেসব বিষয়, প্রশ্ন উঠে আসে সেগুলো হলোঃ
–বাপ-দাদার কবর ছেড়ে আসতে অনুভূতিতে লাগে, পারব কিনা জানি না, অন্তরায় মনে হয়।

–খুবই যৌক্তিক, তবে বাস্তবায়ন কিভাবে করা যায়? সরকার যখন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প শুরু করেছিল, ১টা উপজেলায় মাত্র ৪টা ইউনিয়নে শুরু হয়েছিল। অল্প হলেও কিছু কিছু জায়গায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বাস্তবায়ন শুরু করা দরকার।

–সরকারের কাছে কমপ্যাক্ট টাউশিপ বিষয়টাকে ঢুকিয়ে দেওয়া।

–বাংলাদেশের ৮০% সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন ২০% মানুষ, সমস্যাটা ওখানে।

–সম্ভ্রান্ত লোকেরা কম্প্যাক্ট টাউনশিপের আওতায় আসতে চাইবে না।

–যদি কমপ্যাক্ট টাউনশিপে শিফট করতে চাই, তাহলে সুবিধাগুলো থাকতে হবে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল যদি সেখানে আগে স্থাপন করা যায় তাহলে দেখবেন লোকজন সেখানে আগ্রহ সহকারে যাচ্ছে।

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ model/pilot স্থাপন করে মানুষকে সচেতন করতে পারি আমরা ।

–যার জমি নাই, সে কোথায় যাবে?